গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ওবায়দুল কাদের এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ড
সভার তারিখ	২৪ জুন ২০২১ খ্রিঃ
সভার সময়	সকাল ১১:০০ টা
স্থান	Zoom Cloud Meeting App-এর মাধ্যমে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-'ক'-তে দেখানো হলো।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সভাপতি এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির সদয় অনুমতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। অতপরঃ সভায় নিম্নোক্তভাবে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আলোচ্যসূচি-১: ১০৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করেন এবং আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না সে সম্পর্কে সদস্যবৃন্দের মতামত আহবান করেন। অতঃপর ১০৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২: ১০৯তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৯তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন। অতঃপর সদস্যবৃন্দ গৃহীত সিদ্ধান্তের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

আলোচ্যসূচি-৩: সেতুর টোল হার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ।

সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, গত ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০৯তম বোর্ড সভায় বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব উপস্থাপন করা হলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

"বর্তমানে কোভিড-১৯ মহামারির ফলে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রেখে প্রস্তাবিত টোল হার

বাস্তবতার নিরিখে পুনর্নির্ধারণকরতঃ আগামী ফেব্রুয়ারি/মার্চ ২০২১ নাগাদ অনুষ্ঠেয় পরবর্তী বোর্ড সভায় পুনরায় প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে"।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক বলেন যে, উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতুসমূহ, উড়াল সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেলের টোল হার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণের জন্য সেতু বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-কে আহবায়ক করে ৯জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু দু'টির টোল হার নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণের পর ১০ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ায় সেতুর বিদ্যমান টোল হার, ট্রাফিক পুর্বাভাস, সেতু কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়, সেতুর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়, Debt Service Liability (DSL), Tax,
VAT পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস ও টোল হার পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ দাখিল করে ।

কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার ১৯৯৭ সালে নির্ধারণ করা হয় এবং দীর্ঘ ১৪ বছর পর ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এ সেতুর টোল হার গড়ে প্রায় ১৭% বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়া, মুক্তারপুর সেতুর টোল হার ২০০৮ সালে নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত টোল হার আর বৃদ্ধি করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতু হতে আদায়কৃত টোলের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। গত ১৯৯৮ সালে বঙ্গবন্ধু সেতু চালু হওয়ার পর এ পর্যন্ত দেশে যানবাহনের ভাড়া কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময় দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বল্পোন্নত দেশ হতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে বাংলাদেশ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ে National Consumer Price Index (CPI) ১০০ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯০.০৩-তে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ এ সময়ে দ্রব্য মূল্যের সূচক প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকন্তু, জনগণের মাথাপিছু আয় ২০১১ সনের ৮৬২ মার্কিন ডলার হতে বর্তমানে ২২২৭ মার্কিন ডলার-এ উন্নীত হয়েছে।

এছাড়া, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ DSL বাবদ প্রতিবছর প্রায় ২৩০কোটি টাকা পরিশোধ করছে।বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তনের কারণে এর পরিমাণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া, টোল হতে আয়ের উপর ৩২% হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স সরকারি কোষাগারে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে কর্তৃপক্ষের বিবিএ হিসাবের উদ্বৃত্ত অর্থ হতে ৪০০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে দু'টি প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং আরও কিছু প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, সেতু দু'টির রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন ব্যয়ও প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কারণে সেতু কর্তৃপক্ষের অর্থের নগদ প্রবাহ ঋণাত্মক হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সেতু দু'টির বিদ্যমান টোল হার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।অধিকন্তু, বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু ও মুক্তারপুর সেতু দিয়ে ৪ এক্সেল এবং তার অধিক এক্সেলবিশিষ্ট ট্রেইলার পারাপার হচ্ছে। কিন্তু ট্রেইলারের কোন শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারিত না থাকায় বড় ট্রাক হিসেবে টোল আদায় করা হচ্ছে। এর ফলে সেতু কর্তৃপক্ষ তুলনামূলক কম রাজস্ব পাচ্ছে। এ জন্য ট্রেইলারকে একটি শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করে এক্সেলভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

উক্ত কমিটি ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর (মুক্তারপুর সেতু) ২০০৮ সালে নির্ধারিত ও বর্তমানে চলমান টোল হার গড়ে ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি, বঙ্গবন্ধু সেতুর ২০১১ সালে নির্ধারিত ও বর্তমানে চলমান টোল হার গড়ে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বাস্তবায়নাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর টোল হার ফেরীতে পারাপারের বিদ্যমান ভাড়ার (টোল হার)-এর দেড় গুণ হিসাবে ধার্য করার জন্য সুপারিশ করেছে। সেতু কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়, ট্রাফিক পূর্বাভাস, ভবিষ্যতে পদ্মা সেতু ও কর্ণফুলী টানেলের অর্থ পরিশোধ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে কমিটি নিম্নরূপ টোল হার ও যানবাহনের শ্রেণি পুনর্নির্ধারণের সুপারিশ

করেছে এবং উক্ত সুপারিশসমূহের ওপর অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্মতি প্রদান করেছেঃ

(ক) বঙ্গবন্ধু সেতু: দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার (ভায়াডাক্টসহ ৫.০৫ কিলোমিটার)

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	বিদ্যমান টোল হার (২০১১ সালে নির্ধারিত)	প্রস্তাবিত টোল হার
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০	৫০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার/জীপ)	৫০০.০০	৫৫০.০০
৩।	হাল্কা যানবাহন (মাইক্রো, পিকআপ) (১.৫ টনের কম)	৫০০.০০	৬০০.০০
৪।	ছোট বাস (৩১ আসন বা উহার কম)	৬৫০.০০	৭৫০.০০
৫।	বড় বাস (৩২ আসন বা উহার বেশী)	৯০০.০০	১০০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	৮৫০.০০	১০০০.০০
৭।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	১১০০.০০	১২৫০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	১৪০০.০০	১৬০০.০০
৯।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	২০০০.০০
১০।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৩০০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৩০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১০০০.০০
১২।	ট্রেন	বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা	বাৎসরিক ১ কোটি টাকা

(খ) মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু: দৈর্ঘ্য ১.৫২ কিলোমিটার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	বিদ্যমান টোল হার (২০০৮ সালে নির্ধারিত)	প্রস্তাবিত টোল হার
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল	১০.০০	১০.০০
২।	সিএনজি/অটোরিক্সা (৩ চাকা বিশিষ্ট)	২০.০০	৩০.০০
৩।	কার/টেম্পু	৪০.০০	৫০.০০
৪।	জীপ/মাইক্রো/পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৪০.০০	৫০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১ আসন বা উহার কম)	১০০.০০	১৫০.০০
৬।	বড় বাস (৩২ আসন বা উহার বেশী)	২০০.০০	২৫০.০০
৭।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১৫০.০০	২০০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২০০.০০	২৫০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	৫০০.০০	৬০০.০০
১০।	ট্রাক (৩ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৮০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	১০০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	১০০০.০০+প্রতি এক্সেল ৫০০.০০

(গ) পদ্মা বহুমুখী সেতু: দৈর্ঘ্য ৯.৮৩ কিলোমিটার (মূল সেতু ৬.১৫+ভায়াডাক্ট ৩.৬৮ কিলোমিটার)

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	বর্তমানে বিদ্যমান ফেরীর ভাড়ার হার	সেতুর প্রস্তাবিত টোল হার (ফেরীর ভাড়ার ১.৫ গুণ)
১।	মোটর সাইকেল	৭০.০০	১০০.০০
২।	কার, জীপ	৫০০.০০	৭৫০.০০
৩।	পিকআপ/স্টেশনওয়াগন/ প্রাডো/নিশান/লাক্সারী জীপ	৮০০.০০	১২০০.০০
৪।	মাইক্রোবাস	৮৬০.০০	১৩০০.০০
৫।	ছোট বাস	৯৫০.০০	১৪০০.০০
৬।	মাঝারি বাস	১৩৫০.০০	২০০০.০০
৭।	বড় বাস	১৫৮০.০০	২৪০০.০০
৮।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১০৮০.০০	১৬০০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	১৪০০.০০	২১০০.০০
১০।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	১৮৫০.০০	২৮০০.০০
১১।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	৩৯৪০.০০	৫৫০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৬০০০.০০
১৩।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৬০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১৫০০.০০

আলোচনা:

বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কারণে এ মূহুর্তে সেতুর টোল হার বৃদ্ধির বিষয়ে উপস্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে সভাপতি মহোদয় বোর্ডের সদস্যবৃন্দের মতামত আহবান করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন যে, মুক্তার সেতুর ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল-এর প্রস্তাবিত টোল হার ১০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০ টাকা করা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, মটর সাইকেলের টোল দ্বিগুণ বৃদ্ধি না করে ১৫ টাকা করা যেতে পারে। এছাড়া, প্রস্তাবমতে বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল হার বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, বর্তমান কোভিড পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্তটি কিছুদিন পর থেকে কার্যকর করা যায় কি-না, এ বিষয়ে তিনি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর টোল হার বৃদ্ধির প্রস্তাব ১লা অক্টোবর ২০২১ হতে কার্যকর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পদ্মা বহুমুখী সেতুর টোল হার নির্ধারণের বিষয়ে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, পরিকল্পনা অনুযায়ী জুন ২০২২ সালে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পর এটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। আপাততঃ টোল নির্ধারণের প্রয়োজন নেই, এখনই টোল নির্ধারণ করা হলে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দিতে পারে। তিনি সেতুটি চালুর কমপক্ষে ৩মাস পূর্বে বোর্ড সভা আহবানকরত: টোল নির্ধারণের অনুরোধ জানান। তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিশদ আলোচনা ও মতবিনিময় সভা করে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর টোল হার নির্ধারণ করার নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগসহ বোর্ডের সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর জন্য টোল হার ও যানবাহনের শ্রেণি পুনর্নির্ধারণের

নিমিত্ত উত্থাপিত প্রস্তাব নিম্নোক্তহারে টোল হার নির্ধারণ অনুমোদন করা হলোঃ

(ক) বঙ্গবন্ধু সেতু: দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার (ভায়াডাক্টসহ ৫.০৫ কিলোমিটার)

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	বিদ্যমান টোল হার (২০১১ সালে নির্ধারিত)	প্রস্তাবিত টোল হার
১।	মোটর সাইকেল	৪০.০০	৫০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার/জীপ)	৫০০.০০	৫৫০.০০
৩।	হাল্কা যানবাহন (মাইক্রো, পিকআপ) (১.৫ টনের কম)	৫০০.০০	৬০০.০০
৪।	ছোট বাস (৩১ আসন বা উহার কম)	৬৫০.০০	৭৫০.০০
৫।	বড় বাস (৩২ আসন বা উহার বেশী)	৯০০.০০	১০০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	৮৫০.০০	১০০০.০০
৭।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	১১০০.০০	১২৫০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	১৪০০.০০	১৬০০.০০
৯।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	২০০০.০০
১০।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৩০০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৩০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১০০০.০০
১২।	ট্রেন	বাৎসরিক ৫০ লক্ষ টাকা	বাৎসরিক ১ কোটি টাকা

(খ) মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু: দৈর্ঘ্য ১.৫২ কিলোমিটার

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	বিদ্যমান টোল হার (২০০৮ সালে নির্ধারিত)	প্রস্তাবিত টোল হার
১।	ভ্যান (৩ চাকা বিশিষ্ট)/মটর সাইকেল	১০.০০	১৫.০০
২।	সিএনজি/অটোরিক্সা (৩ চাকা বিশিষ্ট)	২০.০০	৩০.০০
৩।	কার/টেম্পু	৪০.০০	৫০.০০
৪।	জীপ/মাইক্রো/পিক-আপ (৪ চাকা বিশিষ্ট)	৪০.০০	৫০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১ আসন বা উহার কম)	১০০.০০	১৫০.০০
৬।	বড় বাস (৩২ আসন বা উহার বেশী)	২০০.০০	২৫০.০০
৭।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১৫০.০০	২০০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২০০.০০	২৫০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	৫০০.০০	৬০০.০০
১০।	ট্রাক (৩ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	৮০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	১০০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	নতুনভাবে প্রস্তাবিত	১০০০.০০+প্রতি এক্সেল ৫০০.০০

(খ) বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতুর জন্য পুনর্নির্ধারিত টোল হার ও যানবাহনের শ্রেণি

আগামী ১ অক্টোবর ২০২১ হতে কার্যকর করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর টোল হার সেতুটি চালুর কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে বোর্ড সভা আহবানকরতঃ নির্ধারণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে বিশদ আলোচনা ও মতবিনিময় সভা করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং কারিগরি অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি ৪: বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০-এর এককালীন অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি।

এ বিষয়ে সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে সরাসরি নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য গ্র্যাচুইটি প্রথা চালু আছে। তবে, প্রতিষ্ঠানটি সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পেনশন ব্যবস্থার আওতায় না আসায় ৩০-৩৫ বছর চাকুরি করে অবসর গ্রহণের পর কর্মচারীগণ আর্থিক সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর আর্থিকসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের ৯০তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ গত ১১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে জারি করা হয় । উক্ত বিধিমালার ১৫ বিধিতে চাকুরি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর অবসর গ্রহণের সময় প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদানের বিধান রয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, উক্ত বিধিমালাটি জারির পর ১০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি মানুষের জীবন-যাত্রার মানও বৃদ্ধি পেয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলে ইতঃপূর্বে থোক বরাদ্দ ৩.০০ (তিন কোটি) টাকা হতে বৃদ্ধি করে সর্বশেষ গত ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের ১০৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তক্রমে অতিরিক্ত ৭.০০ (সাত কোটি) টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। অর্থাৎ বর্তমানে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলে অর্থের পরিমাণ ১০.০০ (দশ কোটি) টাকা। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত টাকা বিভিন্ন লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। অর্জিত লাভের অর্থ দিয়ে প্রস্তাবিত অনুদানের টাকা অনায়াসে সংস্থান করা সম্ভব হবে। এজন্য সরকার বা সেতু কর্তৃপক্ষের অন্য কোন খাত থেকে কোনরূপ আর্থিক সহযোগিতা বা অনুদান বা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে না। সে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারির চাকুরির মেয়াদ পূর্তিতে অবসর গ্রহণের সময় প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার পরিবর্তে ৬,০০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ) টাকা এবং স্বেচ্ছায় চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, শারীরিক অক্ষমতা ব্যতীত স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলে এ সুবিধা পূর্বের হারের ন্যায় বজায় থাকতে পারে।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, সিনিয়র সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় অনুদানের পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার পরিবর্তে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং স্বেচ্ছায় চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করলে সভাপতি মহোদয়সহ বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারির চাকুরির মেয়াদ পূর্তিতে অবসর গ্রহণের সময় প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার পরিবর্তে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং স্বেচ্ছায় চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার পরিবর্তে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা নির্ধারণ করা হলো। তবে, শারীরিক অক্ষমতা ব্যতীত স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলে অনুদানের পরিমাণ পূর্বের ন্যায় ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রযোজ্য হবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

আলোচ্যসূচি-৫: 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা ২০২১'-এর খসড়া অনুমোদন।

সচিব, সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীদের সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা ও পরিপত্রের আলোকে গৃহনির্মাণ, গৃহমেরামত ও মোটর সাইকেল ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ বাবদ ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা ঋণ প্রদান ব্যবস্থা চালু রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ০৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ কর্তৃক 'সরকারি কর্মচারিদের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০১৮' জারিপূর্বক উক্ত নীতিমালার আলোকে নিম্নবর্ণিত হারে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদানের পরিপত্র জারি করা হয়েছে:

ক্রম:	বেতন গ্রেড/স্কেল	ঢাকা মহানগরী/সকল সিটি কর্পোরেশন/বিভাগীয় সদর	জেলা সদর	অন্যান্য এলাকা
১।	৫ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব (৪৩,০০০/- ও তদুর্ধ্ব)	৭৫ লক্ষ	৬০ লক্ষ	৫০ লক্ষ
২।	৯ম গ্রেড হতে ৬ষ্ঠ গ্রেড (২২,০০০/- হতে ৩৫,৫০০/-)	৬৫ লক্ষ	৫৫ লক্ষ	৪৫ লক্ষ
৩।	১৩তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেড (১১,০০০/- হতে ১৬০০০/-)	৫৫ লক্ষ	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ
৪।	১৭তম গ্রেড হতে ১৪তম গ্রেড (৯,০০০/- হতে ১০,২০০/-)	৪০ লক্ষ	৩০ লক্ষ	২৫ লক্ষ
৫।	২০তম গ্রেড হতে ১৮তম গ্রেড (৮,২৫০/- হতে ৮,৮০০/-)	৩৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ	২০ লক্ষ

তিনি আরও বলেন যে, অর্থ বিভাগের উক্ত নীতিমালা অনুসরণে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ নীতিমালা জারি করে গৃহনির্মাণ ঋণ ১,২০,০০০.০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকার পরিবর্তে অর্থ বিভাগের পরিপত্রের আলোকে গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান করার অবকাশ রয়েছে। তিনি অর্থ বিভাগের প্রণীত নীতিমালাটির আলোকে প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০২১'-এর খসড়া সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভার সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।

আলোচনা:

সভাপতির অনুমতিক্রমে আলোচনায় অংশ নিয়ে সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ বলেন যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উক্ত ভবনসমূহে ফ্ল্যাট বরাদ্দ পেয়েছেন। নতুন করে তাদের অনুকূলে গৃহ নির্মাণ ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন ও ঋণ প্রদানের

ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ-এর বক্তব্য সমর্থন করে বলেন যে, সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য ফ্ল্যাট প্রদানের সুযোগ থাকায় একই ধরণের দু'টি সুবিধা হয়ে যায় কিনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত খসড়াটি একটি কমিটির মাধ্যমে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ প্রদান নীতিমালা ২০২১'-এর খসড়াটি একটি কমিটির মাধ্যমে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: প্রশাসন অনুবিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

সভায় আলোচনার জন্য আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ওবায়দুল কাদের
এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু
মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু
কর্তৃপক্ষ বোর্ড

স্মারক নম্বর: ৫০.০১.০০০০.৩০১.০৬.০০১.২১.১৫০ তারিখ: ২৮ জুন ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫) সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৬) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৭) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৮) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৯) সচিব, সেতু বিভাগ
১০) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
১১) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১২) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১৩) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
১৪) অতিরিক্ত সচিব , উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১৫) যুগ্ম-সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ
১৬) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ , সেতু বিভাগ